[illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]- [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]/ [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]- [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অগ্নিঝরা ভাষণ,
বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে তাই রয়েছে তোমার আসন।

আঁধারের বুকে মশাল জ্বালিয়ে এদেশ করেছ মুক্ত,
তাইতো বাংলা-দেশের সাথে মুজিব নামটি যুক্ত।

জাগ্রত করেছ হতাশ জাতিকে এনে দিলে অধিকার,
ক্রান্তিকালের মহানায়ক তুমি দূর করেছ অন্ধকার।

যতদিন রবে বাংলার মানচিত্র
তুমি হবেনা তো শেষ,
পৃথিবী জানবে, তোমাকে চিনবে
মুজিব মানে বাংলাদেশ।

মেপ্র/ আরপি

শীতের পাখি- জুলফিকার আলী

শীতে দেশে অতিথি হয়
ওরা শীতের পাখি,
তাদের শিকার না করে কেউ
আপ্যায়নে রাখি।

রঙ-বেরঙের নানান পাখি
হাওড়-বাওড় বিলে,
খাচ্ছে শামুক এবং মাছ তারা সবাই মিলে।

জারুল গাছে বাসা বুনে শোভা বাড়ায় শীতের,

সেই পাখিদের ডাক যেন সব প্রশংসা পায় গীতের।

কত শত দেশ পেরিয়ে
পড়ে যে বিপদে,
আমার দেশে আসে ওরা
থাকতে নিরাপদে।

এ দেশ তাদের বেশ নিরাপদ
সারা বিশ্বের মাঝে,
তাদের সাথে তাই ব্যবহার
না করি কেউ বাজে।

মেপ্র/ আরপি

কষ্টের জীবন- ফারুক রাজু

শত দঃখ- যন্ত্রণা ভুলে
এসেছি আজ, তোমাদের মাঝে।
বলবো তত, আছে যত
বুকে ছাপা কষ্টের পাহাড়।

স্বাধীন দেশের, স্বাধীন নাগরিক
কি বলবো আর
ঘুষ ঘুষিতে মরছি মোরা
কোথায় পাবো প্রতিকার?

চাকরি-বাকরি মুখের কথা
যেন সোনার হরিণ।
মামা চাচা না থাকলে
তোমার চাকরি বিলীন।

চাইছো থাকতে একটু সুখে তাও কি হওয়ার আছে?
মনে বাধা নানান স্বপ্ন

যাচ্ছে ভেঙে মিষে।

মেপ্র/ আরপি

সুখের প্রেম- মুরাদ

প্রেমে পড়লেই দুঃখ পেতে হয়,
কে বলেছে কবে?
দুঃখটা কে ও ছুড়ে ফেল,
প্রেমের মাঝে ডুবে।

চাওয়া-পাওয়া নির্বিশেষে,
দুজনের মন যাচ্ছে মিশে। যতই থাকুক না কেন দূরে, থাকে যেন এক আত্মার বসে।

দুর দিগন্ত, যতই হোক দুর থাকুক বা সামনে,
পাহাড় সমুদ্দুর, পার করবে
দুটি হাত ধরে।

মেপ্র/ আরপি

লাল বউ- চাঁদনী

লাল টিপ
লাল শাড়ি
লাল চুড়ি।
পড়ে আছে দেখ “লাল বউ-মনি”
লাল হাত

লাল সাঁজ।
লালে হল লাজ,
কি সুন্দর লাগছে আজ ।

লাল ঠোঁটে
লাল হাঁসি
লালা রাখি।
পড়ে আছে, গয়না-গাটি
কথা বলে ভারি মিষ্টি।
তোল তোমার ওড়নি
সবাই মিলে ছবি তুলি।

দুরাশা- আব্দুল হামিদ

গৌরবে সৌরভে যদি দিন চলে যায়
চন্দনের গন্ধটুক অঙ্গ ভরে থাকে
সঞ্চিতে পরাগ রেণু পুষ্প বন ডাকে।

অঞ্জনের স্বপ্ন কুঁড়ি সুপ্রভাতে ফোটে
হেরে দেখ এ বৈভব ভাগ্য গুনে জোটে।

ক্ষনকাল হমকায়ী হলে এ সুখ সম্পদ অনাদরে ঝরে যাবে যুগ্ম কোকনদ

হাসিনা বিদ্বেষে তাই হয়েছে চঞ্চলা বিক্ষোভের অললের কে বা ধার ধারে

আমিও পাথর সম রাস্ট্রে বসে আছি রতন কাঞ্চন সব আছে কাছাকাছি
পুলকে পোহাবো নিশি বসন্তের কালে।

আন্দোলনে যাক ওরা কেনবা সরাবো উপনির্বাচন হবে আমি তা করাবো।

মন মহুয়ার টানে- হাসিনা হারভীয়া

তুমি রয়েছো হৃদয় জুড়ে
নদীর মত অববাহিকায়,
কখনো হাসাতে পারো, কখনো কাঁদাতে।

গোধূলি লালচে ধূসর আভাস
দূর দিগন্তের বুক চিরে উড়ে
চোখের আড়াল হলেই কি
মনের আড়াল হওয়া যায়.!

আসলে কি জানো শিকড়টা
গভীর থেকে আরো গভীরে পৌছে গেছে মনের অজান্তে নীল পাহাড় রাতের আলোয় নীরবতা ছেয়ে দেয়..।

দমকা বাতাস অতীত ফেরায়
চোখে জল আসে
মন বলে যদি তুমি থাকো পাশে
উড়বো ঐ নীল আকাশে।

মেপ্র/ আরপি

শারদ সোহাগী বৃষ্টি- রাফিয়া

আক্তার পলি

আঁচলে বেঁধে রোদ ,তাপ শুষে আলো করেছি
ঝড় বৃষ্টি ভেজা গোলাপের নুয়ে পড়া
পাঁপড়ি ছেঁচে সুগন্ধি মাখিয়ে বরণ করেছি আমার স্বপ্ন।

হরষে বিষাদে শারদ প্রভাতে প্রেমের নহর মধুবনে। তোমাকে ভালোবাসতে বাযসতে প্রেয়সী মোহনা
অতল সমুদ্রের ঢেউ আমাদের নগ্ন পায়ে
বেলাভূমি উত্তাল কাঁধে ঢেউ খেলানো কেশরাশি
আঙুল ছুঁয়েছে আঙুল
রক্তিম ঠোঁটের কোণে এলবাট্রসের তৃষ্ণা।

তুমি স্বপ্ন এনেছ, বুনেছি আমি
আর একটু এগোলেই মেঘ ছোঁব দুজনে
অতঃপর আকাশ
বৃষ্টি হবে বৃষ্টি,
শারদ সোহাগী বৃষ্টি..
আমাদের স্বপ্ন স্পর্শের বৃষ্টি।

মেপ্র/ আরপি

শীতের পাখি- পিযুষ কান্তি দাস

ঝাঁকেঝাঁকে গাছের শাখে
উড়ছে তারা উড়ছে,
ডানামেলে সকাল-বিকাল
মনের সুখে ঘুরছে।

একটা -দুইটা-তিনটা করে
দাপাদাপি করছে,
ভোরের শিশির ফোঁটায় ফোঁটায় তাদের ডানায় ঝরছে।

কিচিরমিচির কলরবে
দিচ্ছে ভরে মনটা,
লাখে লাখে আসে তারা
এলে শীতের ক্ষণটা।

বিদেশ হতে আসে তারা
শীতের খবর দিতে,
কেমন করে তোমরা পারো জানটা তাদের নিতে?

হত্যাকরা শীতের পাখি কোত্থেকে যে শেখো, অতিথি যে ওরা সবার
এটা মনে রেখো।

মেপ্র/ আরপি